তারিখ 18 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রথম আলো

যে কারণে ছাত্রসংগঠনের মধ্যে এত বিরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

'৪ ডিসেম্বর টেকনাফে ছিলাম। এক বন্ধু মুঠোফোনে জানায়,
ছাত্রদলের নেতারা হল ছেড়েছে। ফাঁকা হলে উঠতে চাইলে
চলে এসো। দ্রুত ঢাকায় চলে আসি। হলের ফটকে পৌঁছে
ছাত্রলীগের চার নেতার নাম শুনলাম। তাঁদের একজন
আমাকে একটি কক্ষে তুলে দিলেন।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসীমউদ্দীন হলের একজন
ছাত্রের বর্ণনা এটি। দেশের সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হলে সিট পাওয়ার ক্ষেত্রে এমন
অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন অধিকাংশ শিক্ষার্থী। যখন যে
সরকার ক্ষমতায় থাকছে, সেই সরকারের সমর্থক
ছাত্রসংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর মালিক
বনে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর
রহমান হলের ছাত্র আরিফুজ্জামান দীপু কক্ষে উঠেছিলেন
আট মাস আগে। তখন হল নিয়ন্ত্রণ করত জাতীয়তাবাদী
ছাত্রদল। দীপু জানান, হলের একজন নেতার মাধ্যমে তিনি
কক্ষ পান। এর বিনিময়ে তাঁকে নিয়মিত ছাত্রদলের মিছিল-
সমাবেশে যোগ দিতে হয়েছে। তাঁকে প্রথমে ছাত্ররা
গাদাগাদি করে থাকে (গণরুম বলে পরিচিত) এমন একটি
কক্ষে তোলা হয়। সেখানে দেড় মাস থাকার পর অন্য
একটি কক্ষে তাঁর ঠাঁই মেলে।

শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, দেশের প্রতিটি
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ হলেই নতুন ছাত্রদের হলে ওঠার
বিষয়টি ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের ওপর নির্ভর করে। এর
কারণ হলে দখলদারিত্ব থাকার অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্তী
এলাকায় প্রভাব বজায় রাখা যায়। এই সূত্রে চাঁদাবাজি,
টেন্ডারবাজি, বিনা পয়সায় খাওয়া এবং অপহরণসহ বিভিন্ন
অপরাধমূলক কাজে জড়িত হওয়ার সুযোগ মেলে।

নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে হল কর্তৃপক্ষ খালি সিটগুলোর
তালিকা দিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেবে। এরপর শিক্ষার্থীরা হলের
প্রাধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করবেন। কিন্তু অধিকাংশ হলে ওই
নিয়মের বালাই নেই। নতুন ভর্তি হওয়া অধিকাংশ ছাত্রের
থাকার জায়গা থাকে না। বাড়িভাড়া করে থাকার সংগতিও
নেই অনেকের। নিয়ম মানতে গেলে তৃতীয় বর্ষের আগে
সিট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ফলে তাঁরা ক্ষমতাসীন
ছাত্রসংগঠনের কাছে দ্বারস্থ হন এবং সংগঠন করার শর্তে
হলে থাকার অনুমতি মেলে। এ ছাড়া প্রথমে হলে এসে
অনেকেই গণকক্ষ, মসজিদে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে
টিভি রুমে রাত কাটাতে বাধ্য হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসীমউদ্দীন হলের প্রাধ্যক্ষ ড.
মো. আখতারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা প্রতিটি
সিট একজনকে বরাদ্দ দেন। এরপরও রাজনৈতিকভাবে
সংগঠনগুলো একাধিক ছাত্রকে তুলে দেয়।
প্রশাসনিকভাবেই এটা করা যায় কি না—জানতে চাইলে
তিনি বলেন, 'আনুষ্ঠানিকভাবে আবাসিক হলকে বস্তি বানাতে
চাইলে হলে জীবনযাত্রার মান বলে কিছুই থাকবে না।'

কর্মসূচিতে যাওয়া বাধ্যতামূলক: প্রতিটি হলের
ছাত্রনেতারা সংগঠনের কর্মসূচিতে অন্য হলের নেতাদের
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী জড়ো করার
চেষ্টা করেন। এভাবে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে হল নেতারা
নিজেদের প্রভাব দেখান। এতে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান
পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে কর্মসূচির দিন হলের
ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয়
বর্ষের সব শিক্ষার্থীর কর্মসূচিতে যাওয়া নিশ্চিত করেন
নেতারা। 'তবে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল
হায়দার চৌধুরী রোটন বলেছেন, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের
বলা হয়েছে, তারা যেন কাউকে জোর করে মিছিল-
সমাবেশে যোগ দিতে বাধ্য না করে।

ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু বলেন,
কখনো কোনো ছাত্রকে ছাত্রদলের রাজনীতি করতে বাধ্য
করা হয়েছে, এমনটি তিনি বিশ্বাস করেন না। আইন
অনুষদের ডিন অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান *প্রথম
আলোকে* বলেন, হল কর্তৃপক্ষ শুধু দ্বৈতাবাসিক ও আবাসিক
শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব নেয়। ফলে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা
যাদের আশ্রয়ে হলে ওঠে, তাদের পছন্দমতো চলতে হয়।
তিনি বলেন, নতুন এবং অনাবাসিক শিক্ষার্থীকে মিছিলে
নেওয়া হলে প্রশাসনের তেমন কিছুই করার থাকে না।

রাজনৈতিক কক্ষ ও সিট বরাদ্দের ক্ষেত্রে চাপ:
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলেই রয়েছে কিছু 'রাজনৈতিক
কক্ষ'। এসব কক্ষ কখনো কোনো ছাত্রকে বরাদ্দ দেওয়া হয়
না, দিলেও সেখানে কেউ উঠতে পারেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক *প্রথম আলোকে*
বলেন, 'একটি ছোট বিছানায় দুজন শিক্ষার্থী থাকে। বিষয়টি
কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আমাদের অনেক কিছুই
দেখেও না দেখার ভান করতে হয়। আমরা এসব
ছেলেমেয়েকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।'

অতিথি কক্ষে বৈঠকের যন্ত্রণা: গত ২৬ জানুয়ারি রাত
১০টায় জিয়াউর রহমান হলের অতিথি কক্ষে একটি বৈঠক
চলছিল। এক ঘণ্টা পর ছাত্ররা একজোট হয়ে সূর্যসেন
হলের সামনে থেকে ঘুরে এলেন। এরপর একই কক্ষে
আরেক দল ছাত্রের বৈঠক হয়। শিক্ষার্থীরা জানান, প্রথম
বৈঠকটি ছিল প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের, পরেরটি দ্বিতীয়
বর্ষের। প্রতি রাতে এ ধরনের বৈঠকে তাঁদের আসা
বাধ্যতামূলক।

সূর্যসেন হলেও একই দৃশ্য দেখা গেল। শিক্ষার্থীদের
এভাবে ডেকে আনা সম্পর্কে ছাত্রলীগের একজন নেতা নাম
প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'আমরা জানি এটা ঠিক না।
রাজনীতি সুস্থ হলে এটা হওয়ার কথা নয়।' পরদিন ২৭
জানুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে গিয়েও একই দৃশ্য দেখা
যায়। শিক্ষার্থীরা জানান, প্রায় প্রতিদিন রাত ১০টায় এক
থেকে দেড় ঘণ্টা বৈঠক হয়। এরপর ঘণ্টাখানেক তাঁদের
হলের ভেতর মিছিল করতে হয়।

আবাসন সংকটের পরিসংখ্যান: বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ ৩৪তম বার্ষিক
প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৭ সালের ২৫টি সরকারি
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এক লাখ ৬৩ হাজার
চারজন। এর মধ্যে আবাসিক সুবিধা পাওয়া শিক্ষার্থী ছিল
৫৭ হাজার ৩৩৯। অর্থাৎ মাত্র ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থী
আবাসিক সুবিধা পেয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড়
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৩
হাজারের কাছাকাছি। এদের জন্য ১৮টি হলে সিট আছে ১০
হাজার ৫৩০টি। জসীমউদ্দীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড.
আখতারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* জানান, সব সমস্যার মূলে
হচ্ছে আবাসনসংকট। বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই আরও হল
নির্মাণ করা উচিত।

শিবির করলে সিট মেলে: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিবেদক কুদরত-ই-খোদা-বাবু জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার। ১৬টি হলে
আবাসনসুবিধা আছে সাত হাজার ৩৯৭ জনের।

'বিশ্ববিদ্যালয় প্রাধ্যক্ষ পরিষদ'-এর নিয়ম অনুযায়ী
জ্যেষ্ঠতা এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার ভিত্তিতে সিট
বরাদ্দ দেওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেছে, শিবিরকর্মীদের সিট
পাওয়ার জন্য এসব নিয়ম মানা হয় কম।

শিবিরকর্মী মিলন, কামরুল, কুলকুল, মানিক, লিটন ও
জামান প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করেও শাহ মখদুম (এসএম)
হলের যথাক্রমে ৩৩২, ৩৫৬, ৩৩৬ ও ২৩২ নম্বর কক্ষে
বরাদ্দ পেয়েছেন। দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শিবিরকর্মী আরিফ
মাদার বখশ হলের ২০৪ নম্বর, মিজান ১০৩ নম্বর ও রহিম
১৫৬ নম্বর কক্ষে বরাদ্দ পেয়েছেন।

কয়েকটি হলের সাবেক প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষক
নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, হলে সিট
দখলের জন্য শিবিরের নেতা-কর্মীরা নানাভাবে হল
প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। আর যেসব হলে তাদের
মতাদর্শের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষক রয়েছেন, সে ক্ষেত্রে
সমস্যা হয় না।